তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী

প্রয়োজনীয়তা ও জনগণের প্রত্যাশা

PEOPLE'S PERCEPTIONS ABOUT

PICTORIAL HEALTH WARNINGS

ON TOBACCO PRODUCTS

WBB Trust

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে
সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী
প্রয়োজনীয়তা ও জনগনের প্রত্যাশা

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে
সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী
প্রয়োজনীয়তা ও জনগনের প্রত্যাশা

প্রতিবেদন
ইসলাম আরাফাত

গবেষণা পরামর্শক
সাইফুদ্দিন আহমেদ
দেবরা ইফরমসন

সম্পাদনা
সৈয়দ মাহবুবুল আলম
আমিনুল ইসলাম সুজন

প্রথম সংস্করণ
জুলাই ২০০৯

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ

বাড়ি নং-৪৯, সড়ক নং- ৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬৯৭৮১, ৮৬২৯২৭৩, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১
info@wbbtrust.org   www.wbbtrust.org

ভূমিকা

বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৪০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এর মধ্যে ৪৩টি রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ক্যান্সার তৈরি করে। ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন এবং প্রতিবছর ৫৪ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। ধূমপানজনিত এ মৃত্যুর ধারা চলতে থাকলে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ১কোটি ছাড়িয়ে যাবে। যার মধ্যে ৭০ লক্ষই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মারা যাবে।

ধূমপানজনিত মৃত্যু কমিয়ে আনতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চূড়ান্ত হয়েছে। এটি বাংলাদেশ সর্বপ্রথম স্বাক্ষর করে এবং র‍্যাটিফাই করে। এফসিটিসির ১১ নম্বর আর্টিকেল-এ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত সতর্কবাণী প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

ধূমপানের এ ব্যাপক ভয়াবহতা ও মানুষের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে সিগারেটের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে। সচিত্র সতর্কবাণীর গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৯ সালের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, টোব্যাকো প্যাকেট ওয়ার্নিং।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ৩০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের মধ্যে ৫৭ হাজার মৃত্যুবরণ করে এবং ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করে। এছাড়া ধূমপানসহ তামাক সেবনের কারণে অসুস্থ্য মানুষের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর স্বাস্থ্যখাতে যে অর্থ খরচ করে, তা তামাকখাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের দ্বিগুনেরও বেশি। ধূমপান ও তামাকের ক্ষতিকর দিক এবং তামাকের বহুমাত্রিক ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরক্ষরতার সংখ্যা বেশি।

তাই সচেতনতা সৃষ্টিতে লিখিত শব্দের চেয়ে ছবিসহ সতর্কবাণী কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট পরিচালিত জরিপেও বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে বিদ্যমান লিখিত সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলছে না। এজন্য আইন উন্নয়নের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান করা প্রয়োজন।

বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা ও জনগণের প্রত্যাশা শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংগঠন এ গবেষণায় তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেজন্য গবেষণাটি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি, এ প্রকাশনাটি বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণীর দাবিসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন উন্নয়নের দাবিকে জোরালো করবে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

	পৃষ্ঠা
প্রেক্ষাপট	০৭
FCTC তে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সতর্কবাণী বিষক নির্দেশনা	০৮
সচিত্র সতর্কবাণীর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই	০৮
বিশ্বের যেসব দেশে সচিত্র সতর্কবাণী রয়েছে	০৯
সচিত্র সতর্কবাণীর প্রয়োগের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা	১০
বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্যাকেটের সচিত্র সতর্কবাণীর নমুনা	১৩
বাংলাদেশে সচিত্র সতর্কবাণী কেন প্রয়োজন?	১৪
গবেষণা প্রতিবেদন	১৫
গবেষণা পদ্ধতি	১৬
গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	১৮
সিগারেট ও বিড়ির মোড়কের স্বাস্থ্য সতর্কবাণী	১৮
কি ধরনের ছবি সতর্কবাণীতে থাকা প্রয়োজন	২৪
গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ	২৯

গবেষণা দল

গবেষণা	:	ইসলাম আরাফাত
গবেষণা সমন্বয়কারী	:	ফিরোজা বেগম ঝুমুর
মুক্ত আলোচনা সহযোগীতায়	:	নাজনীন কবির
		মুর্শিদা আক্তার লাবনী
সহযোগিতায়	:	ডাঃ মোঃ মফিজুর রহমান (সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নিপসম) রফিকুল ইসলাম মিলন (সভাপতি, মানবিক) সৈয়দা অনন্যা রহমান

জরিপ কাজে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ:

নারী উন্নয়ন ফোরাম- ফরিদপুর, শার্প সমাজ কল্যাণ সংস্থা- রাজবাড়ী, মানব উন্নয়ন সংস্থা (মাউস) মুন্সিগঞ্জ, সেইভ দি রুর‌্যাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সারডা)- নরসিংদী, তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা-ময়মনসিংহ, আর্দশ সমাজ প্রযুক্তি সেবা সংস্থা-জামালপুর, Bangladesh Integrated Community Development (BICD)- রাজশাহী, বস্তি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থা (বউকস)-রাজশাহী, পল্লী সাহিত্য সংস্থা (পিএসএস)-পঞ্চগড়, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিডিসি)- দিনাজপুর, দেবী চৌধুরানী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র - রংপুর, দুস্থঃ মানবতার সেবা সংস্থা (ডি এম এসএস)-জয়পুরহাট, বিলচলন ডেভলপমেন্ট সার্ভিস সেন্টার-নাটোর, গুআরডি-মেহেরপুর, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা-ঝিনাইদহ, প্যাট্রিয়ট-যশোর, সাফ (সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট ফোরাম)-কুষ্টিয়া, স্কোপ-বরিশাল, রুরাল এ্যাসোসিয়েশন ফর নিউট্রিশন ইমপ্রুভমেন্ট (রানি)-নওগাঁ, রুরাল এন্ড আরবান পুওর'স পার্টনার'স ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (রুপসা)-খুলনা, সোসিও ইকোনোমিক রিসোর্স সেন্টার (এসইআরসি)-পটুয়াখালী, সিলেট যুব একাডেমী -সিলেট, পল্লী উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (পপ্তা)-সুনামগঞ্জ, Bangladesh Center for Development Program (BCDP)-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সেবা (SEBA)-হবিগঞ্জ, এসিসটেন্স ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট উইথ টেকনোলজী-কুমিল্লা, ত্রিবেণী মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা-লক্ষীপুর, REMOLD-নোয়াখালী, ACLAB-কক্সবাজার, স্বভূমি - ঢাকা, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংস্থা - ঢাকা, মানবিক - ঢাকা

গবেষণাকাল : এপ্রিল - মে ২০০৯

প্রেক্ষাপট:

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু ধূমপানে স্বাস্থ্যের কি ধরনের ক্ষতি হয় বা কিভাবে ক্ষতি হয় তা প্রায় সকল ধূমপায়ী বা অধূমপায়ীর অজানা। এই তথ্য অজানা থাকার ফলে ধূমপায়ীরা এ বিষয়ে তেমন সচেতন নয়, অন্যদিকে প্রতিদিনই অনেকে নতুন করে ধূমপায়ীর খাতায় নাম লিখাচ্ছে। যার মধ্যে অধিকাংশই বয়সে তরুণ। নিছক কৌতূহলের বশে বা বন্ধুদের সঙ্গে, নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক বোঝাবার জন্য অনেকে কিশোর বয়সে ধূমপান শুরু করে। এই ক্ষেত্রে ধূমপানের ক্ষতিকর উপাদান ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় কোন প্রকার সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে না, আবার ধূমপায়ীদের মাঝেও ধূমপান ছাড়ার কোন ইচ্ছা বা তাগিদ দেখা যায় না। এই কারণে দেশের মানুষ একটি বড় অংশ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মাঝে রয়েছে।

ধূমপান শুধু ধূমপায়ীর নয়, তার আশেপাশের মানুষদেরও ক্ষতি করে। ধূমপানজনিত কারণে দেশে প্রতিবছর ৫৭ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে এবং ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরন করছে। সকল দিক বিচার করলে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তথ্য জানাটা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে আসে। ধূমপানের কারণে ধূমপায়ী নিজের ক্ষতি করছে এবং তার প্রিয় মানুষগুলোর সরাসরি ক্ষতি হচ্ছে। আর এই তথ্য জানানোর সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় হচ্ছে বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ তথ্য প্রদান। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সতর্কবাণী প্রদানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) তে স্পষ্ট বলা রয়েছে:

> "সতর্কবাণী অবশ্যই মোড়কের সামনে ও পিছনে উভয় পাশে ৫০% অংশ জুড়ে থাকা উচিৎ। তবে তা কোনভাবেই ৩০% অংশের নিচে থাকতে পারবে না। এই সতর্কবাণীতে রঙিন ছবি থাকবে, যা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে হবে। সতর্কবাণীতে স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য ক্ষতির কথাও থাকতে হবে।"
>
> (FCTC আর্টিকেল: ১১)

বাংলাদেশ সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতিপূর্বেই FCTC তে স্বাক্ষর ও র‌্যাটিফাই করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ পাস এবং বিধিমালা ২০০৬ জারি করে।

FCTC তে তামাক পণ্যের মোড়কে সতর্কবাণী বিষয়ক নির্দেশনা

- সতর্কবাণী মোড়কের সামনে ও পিছনে উভয় পাশে থাকতে হবে।
- সতর্কবাণী মোড়কের উপরের অংশে থাকতে হবে।
- সতর্কবাণী মোড়কের অধিকংশ অংশ জুড়ে থাকবে (কমপক্ষে ৫০% অংশ জুড়ে থাকতে হবে)।
- সতর্কবাণীতে রঙিন ছবি থাকবে।
- সতর্কবাণীগুলো পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হতে হবে।
- সতর্কবাণীতে ধূমপানের সকল প্রকার ক্ষতির তথ্য থাকতে হবে।
- সতর্কবাণীতে ধূমপান ত্যাগের উপদেশ থাকতে পারে।
- সতর্কবাণীতে কোন পরিসংখ্যান ছাড়া তথ্যও থাকতে পারে।
- সতর্কবাণী অনেকগুলো সতর্কবাণীর সমন্বয়ে হবে।

(FCTC আর্টিকেল: ১১ অনুযায়ী)

SINGAPORE 2004

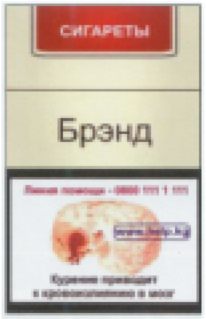

KRYGYZSTAN

সচিত্র সতর্কবাণীর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই:

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে দেওয়া সচিত্র সতর্কবাণীগুলো ধূমপায়ী বা কারও মধ্যেই কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। কারণ, ধূমপায়ীসহ সাধারণ মানুষ জানে ধূমপানের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই ধূমপানের ক্ষতির বিবরণ ও মাত্রা বুঝতে সচিত্র সতর্কবাণী সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে প্রদত্ত সচিত্র সতর্কবাণী মানুষের মাঝে কোন নেতিবাচক মনস্তাত্তিক প্রভাব রাখে না। বরং এসব সতর্কবাণী মানুষের মাঝে ধূমপানের বিষয়ে নেতিবাচক মনভাব তৈরি করে, যা তাদের ধূমপান ত্যাগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
অন্যদিকে শিশুদের ক্ষেত্রেও বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণীর ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়। কারণ সচিত্র সতর্কবাণী ধূমপানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে, যার ফলে পরবর্তী সময়ে তাদের ধূমপায়ী হওয়ার সম্ভবনা অনেক কমিয়ে দেয়। তাছাড়া সচিত্র সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাদের কোন মানসিক ভীতির সৃষ্টি হয় না, বরং তাদের মাঝে ধূমপানের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

বিশ্বের যেসব দেশে সচিত্র সতর্কবাণী রয়েছে

দেশ	কবে থেকে রয়েছে
কানাডা	২০০১
ব্রাজিল	২০০২
সিঙ্গাপুর	২০০৪
থাইল্যান্ড	২০০৫
ভেনিজুয়েলা	২০০৫
জর্ডান	২০০৫
অস্ট্রেলিয়া	২০০৬
উরুগুয়ে	২০০৬
পানামা	২০০৬
বেলজিয়াম	২০০৬
চিলি	২০০৬
নিউজিল্যান্ড	২০০৮
রোমানিয়া	২০০৮
যুক্তরাষ্ট্র	২০০৮
মিশর	২০০৮
ব্রুনাই	২০০৮
কুক আইল্যান্ড	২০০৮
ইন্ডিয়া	২০০৮
ইরান	২০০৯
মালয়শিয়া	২০০৯
পেরু	২০০৯
কাজাখিস্থান	২০০৯
দিজবোতি	২০০৯

URUGUAY 2009 (FRONT)

INDIA

PERU (BACK)

SINGAPORE 2006

সচিত্র সতর্কবাণীর প্রয়োগের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ (ITC) পরিচালিত জড়িপে সচিত্র সতর্কবাণীর কার্যকারীতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন:

বড় আকারে, বর্ননামূলক, সচিত্র সতর্কবাণী বেশী কার্যকর:

ITC এর ২০০২ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, কানাডায় সিগারেটের প্যাকেটের ৫০% অংশ জুড়ে ৬টি সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। এসব সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে এবং সতর্কবাণীগুলো ধূমপায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। যার ফলে সেখানে ধূমপানের ক্ষতিকর বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতার হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

CANADA

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে সিগারেটের প্যাকেটে শুধু লিখিত সতর্কবাণী থাকায় সেটা ধূমপায়ী বা সাধারণ মানুষের মাঝে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিংবা ধূমপানে নিরুৎসাহিত করতে কার্যকর প্রভাব ফেলেনি। শুধু প্রভাবই নয়, এসব দেশের লিখিত সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি, যতটা আকর্ষণ করেছে কানাডার ধূমপায়ীদের।

কানাডার সচিত্র সতর্কবাণীগুলো ৬০% ধূমপায়ীর নজরে এসেছে, যা অস্ট্রেলিয়ার ৫২%, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪% এবং আমেরিকার ৩০% ধূমপায়ীর নজরে এসেছে। কারণ এই তিনটি দেশে প্যাকেটের কম অংশ জুড়ে লিখিত সতর্কবাণী দেওয়া ছিল। যুক্তরাজ্যে যখন FCTC প্রদত্ত মান অনুযায়ী সতর্কবাণী প্রদান করা হয় তখন ৪৪% ধূমপায়ীর স্থলে ৮২% ধূমপায়ীর নজরে আসে এবং তারা বলে এটি অধিক কার্যকারী ভূমিকা রাখে।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে ছবিসহ সতর্কবাণীর প্রচলন শুরু হয়েছে এবং যুক্তরাজ্যও এদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

NEW ZEALAND (BACK)

সচিত্র সতর্কবাণী লিখিত সতর্কবাণীর চেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখে:

মানুষের খুব স্বভাবগত অভ্যাস হল পুরাতনকে ভুলে গিয়ে নতুনকে মনে রাখা। এই কারণে দেখা যায় ধূমপায়ীরা লিখিত সতর্কবাণী পরিবর্তনের সাথে সাথে আগেরটা ভুলে যায়। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মানুষ পড়ে কোন কিছু যতটা মনে রাখতে পারে, পড়ার পাশাপাশি দেখতে পেলে সেটা আরও বেশিদিন মনে থাকে। অর্থাৎ যা দৃশ্যমান, সেটা শুধু মানুষের মধ্যে প্রভাবই ফেলে না, সেটা বেশিদিন মনেও থাকে।

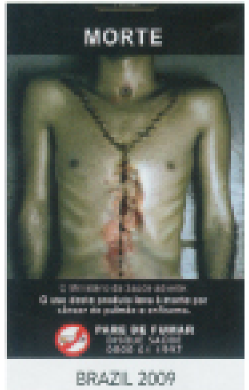

BRAZIL 2009

জরিপে দেখা যায়, ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত লিখিত সতর্কবাণীগুলো মানুষ আড়াই বছর পর ভুলে গেছে। কিন্তু একই সময়ে প্রদত্ত কানাডার সচিত্র সতর্কবাণীগুলো মানুষ ৪ বছর পরও মনে রেখেছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় সচিত্র সতর্কবাণী দীর্ঘস্থায়ী কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সচিত্র সতর্কবাণী ধূমপান ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে:

কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় সচিত্র সতর্কবাণী দেওয়ার পর থেকে দেখা যায়, সেখানে ধূমপান ছেড়ে দেওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ঐসব সতর্কবাণীতে প্রদত্ত ছবি ও তামাক সংক্রান্ত ক্ষতির বর্ণনা দেখে ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগের প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। অর্থাৎ সিগারেটের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণী ধূমপায়ীদেরকে ধূমপান ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করছে।

NEW ZEALAND (BACK)

কিন্তু একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত শুধু লিখিত সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের ধূমপান বর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখেনি।

অন্যদিকে ব্রাজিল ও নেদারল্যান্ডে সচিত্র সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

থাইল্যান্ডের সচিত্র সতর্কবাণীর ভূমিকা:

থাইল্যান্ডে ITC পরিচালিত জরিপে দেখা যায় ২০০৬ সালে থাইল্যান্ডে ৫০% জুড়ে সচিত্র সতর্কবাণী দেওয়ার পর ধূমপানের ক্ষতিকর বিষয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যে সচেতনতার হার ৩৪% থেকে ৫৩% উন্নীত হয়। এবং সচিত্র সতর্কবাণী ধূমপান ত্যাগের মাত্রা ৩১% থেকে ৪৫% উন্নীত করে।

থাইল্যান্ডের উদাহরণ থেকে যেটা প্রতীয়মান হয়, সেটা হচ্ছে যদি ছবিসহ সতর্কবাণী দেয়া হয় তবে ধূমপায়ীদের মধ্যে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার হার যেমন বাড়ে তেমনি ধূমপান বর্জনের হারও বেড়ে যায়।

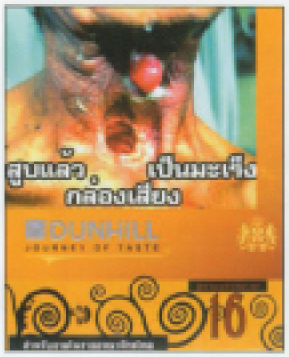

THAILAND (FRONT)

বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্যাকেটের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নমুনা

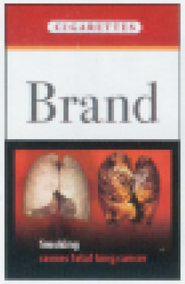

EUROPEAN COMMUNITY

NEW ZEALAND (BACK)

THAILAND (FRONT)

BRAZIL 2009

VENEZUELA

EGYPT (FRONT)

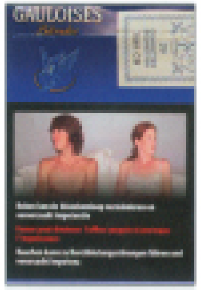

BELGIUM (BACK)

CHILE 2006 (FRONT)

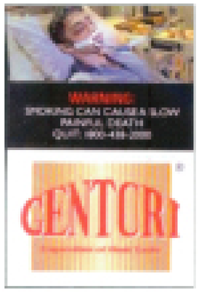

SINGAPORE 2004

PANAMA

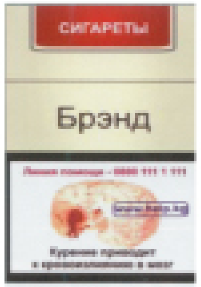

KRYGYZSTAN

CANADA

URUGUAY 2009 (FRONT)

INDIA

PERU (BACK)

AUSTRALIA (BACK)

বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কেন প্রয়োজন

- একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ পড়তে পারে না, লিখিত সতর্কবাণী তাদের মাঝে প্রভাব ফেলছে না। ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগের ছবিসহ সতর্কবাণীর মাধ্যমেই ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে ধূমপায়ীদের সচেতন করা সম্ভব।
- এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে সতর্কবাণী থাকলে একজন ধূমপায়ী বছরে ৭০০০ বার তা দেখে। সুতরাং ধূমপায়ীদের ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করতে মোড়কের গায়ে ছবিসহ সতর্কবাণী দেওয়াই সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি।
- ছবির মাধ্যমে সতর্কবাণী দিলে তা লিখিত বাণী থেকে অনেক বেশী প্রভাব ফেলবে। যার ফলে মানুষ বেশী সতর্ক হবে।
- ছবির মাধ্যমে সতর্কবাণী দিলে নতুন ধূমপায়ী বিশেষ করে কিশোর-তরুণদের ধূমপানে নিরুৎসাহিত করবে। অন্যদিকে পুরাতন ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ধূমপান ত্যাগ করার উৎসাহ সৃষ্টি করবে।
- মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী দিলে তা শুধু ধূমপায়ীদেরই নয় অধূমপায়ীদেরও সচেতন করে তুলবে। তারা প্রিয়জন বা নিকটজনের ধূমপান বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করে মানুষের মতামত তুলে ধরার লক্ষ্যে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের এই গবেষনা পরিচালনা করা হয়। যার মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করেছি বিদ্যমান সতর্কবাণী দেশের মানুষের মাঝে প্রভাব রাখতে কতটা সক্ষম হচ্ছে এবং তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে কি ধরনের সতর্কবাণী দিলে তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণা পদ্ধতি:

তামাকজাত মোড়কে কি ধরনের সতর্কবাণী প্রদান করা প্রয়োজন এই বিষয়টি জানার জন্য জরিপ ও দলগত মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা পরবর্তী সময়ে বিশ্লেষনের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফলে রূপান্তর করা হয়। দেশের ৩০টি জেলার ৩০৫০ জন পুরুষ ধূমপায়ীর কাছে থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যাদের বয়স ১৪-৬০ বছরের মধ্যে এবং এদের অর্ধেক শিক্ষিত এবং অর্ধেক স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর।

তথ্যের উৎস:

জরিপ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ৩২টি সহযোগী সংগঠনের সহযোগিতা নেওয়া হয়। ডাব্লিউবিবি ট্রাষ্ট থেকে সরবরাহকৃত জরিপ ফর্ম ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংগঠনগুলো নিজ নিজ এলাকায় জরিপ পরিচলনা করে। যে ৩০টি জেলায় জরিপ পরিচালনা করা হয় তা নিচের ছকে প্রদান করা হল:

ঢাকা	ফরিদপুর	মুন্সিগঞ্জ	ময়মনসিংহ	রাজশাহী
পঞ্চগড়	রংপুর	নাটোর	নওগাঁ	কুষ্টিয়া
ঝিনাইদাহ	বরিশাল	সিলেট	হবিগঞ্জ	কুমিল্লা
নোয়াখালী	রাজবাড়ী	নরসিংদী	জামালপুর	দিনাজপুর
জয়পুরহাট	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	খুলনা	মেহেরপুর	যশোর
পটুয়াখালী	সুনামগঞ্জ	চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	কক্সবাজার

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সর্বনিম্ন বয়স পাওয়া যায় ১৪ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৬০ বছর। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স সীমা নিচের ছকে দেওয়া হল:

বয়স (বৎসর)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
<২০	২৬৬	৮.৭
২০-২৯	১২২৭	৪০.২
৩০-৩৯	৯৩৯	৩০.৮
৪০-৪৯	৪৯২	১৬.১
≥৫০	১২৬	৪.১
মোট	৩০৫০	১০০.০

জরিপে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পেশাজীবি ছিলেন। তাদের পেশার বিবরণ নিচের ছকে দেওয়া হল:

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সাধারণ শ্রমজীবি	১২৫০	৪১.০
ব্যবসা	৬০২	১৯.৭
চাকুরী	৪৭০	১৫.৪
ছাত্র	৩৯০	১২.৮
পরিবহন শ্রমিক	১২৯	৪.২
বেকার	৫৭	১.৯
অন্যান্য	১৫২	৫.০
মোট	৩০৫০	১০০.০

দলগত মুক্ত আলোচনা:

এই পদ্ধতিতে দুইটি দলের সাথে আলোচনা করা হয়। যার মধ্যে ১টি দল ছিল নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষ, যারা পড়তে পারে না। অন্য দলটি ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ধূমপান করে-এমন মানুষদের নিয়েই দল দুটি গঠন করা হয়। মুক্ত আলোচনার শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ধূমপানসহ তামাক সেবনের সূত্রপাত, বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্য ও এর ক্ষতিকর দিক, এর ক্ষতির মাত্রা বিষয়ে তাদের জানা তথ্য জানায়। পরবর্তী সময়ে তারা বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে প্রদত্ত বর্তমান সতর্কবাণী, এর কার্যকারিতা এবং এই সতর্কবাণী কি ধরনের হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

ধূমপানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন:

- ছোট বেলায় অথবা তরুণ বয়সে কোন প্রয়োজন ছাড়াই কৌতহলের বশবর্তী হয়ে, অন্যের অনুকরণে বা বন্ধুদের প্ররোচনায় ধূমপান শুরু করে। ধূমপান করলে স্মার্ট হওয়া যায় কিংবা ধূমপান স্মার্টনেস প্রকাশ, ধূমপান প্রাপ্ত বয়স্কের লক্ষণ, পুরুষত্বের লক্ষন, মেয়েরা পছন্দ করে–এসব ভ্রান্ত ধারণা তারা বন্ধুদের কাছ থেকে কিংবা গল্পের বই, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র থেকে পেয়ে ধূমপানের দিকে আকৃষ্ট হয়।

- বিড়ি-সিগারেটের ক্ষতিকর উপাদান এবং ধূমপানের ফলে যে ভয়াবহ ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট তথ্য জানা ছিল না, এজন্য তারা ধূমপান শুরু করে। এই ধরনের স্পষ্ট তথ্য তাদের জানা থাকলে অনেকেই ধূমপান শুরু করতো না।

- বিড়ি-সিগারেটের ক্ষতিকর উপাদান ও ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে মানুষ সহজে স্পষ্ট তথ্য জানতে পারলে নতুন করে সহজে মানুষ ধূমপান করবে না।

সিগারেট ও বিড়ির মোড়কের স্বাস্থ্য সর্তকবাণী

সিগারেট ও বিড়ির মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধূমপায়ীদের ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা। বর্তমানে লিখিত সতর্কবাণী যেগুলো রয়েছে সেগুলো অনেকে দেখলে সেটা ধূমপায়ীদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে না। গবেষণায় দেখা যায়, ৯২.২% ধূমপায়ী তা দেখেছে এবং ৬.১% ধূমপায়ী তা দেখেনি।

সিগারেট মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী	সংখ্যা	শতকরা (%)
সতর্কবাণী দেখেছে	২৮৪২	৯২.২
সতর্কবাণী দেখেনি	১৮৭	৬.১
উত্তর দেয়নি	২১	.৭
মোট	৩০৫০	১০০.০

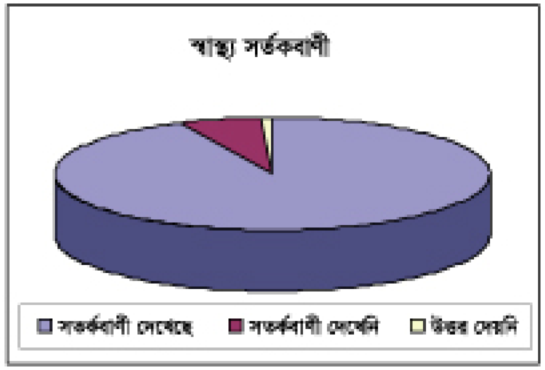

উপরের তথ্য থেকে পাওয়া যায় অধিকাংশ ধূমপায়ী সতর্কবাণী দেখেছে। কিন্তু এই সতর্কবাণী তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে কিনা জানতে চাইলে যেসব ধূমপায়ী এই সতর্কবাণী দেখেছে তার মধ্যে ৭৪.৪% ধূমপায়ী বলেছে এই সতর্কবাণী কোন প্রভাব ফেলছে না এবং ২৫.৬% বলেছে তা প্রভাব ফেলেছে।

লিখিত সতর্কবাণী প্রভাব ফেলছে কি	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	৭৮০	২৫.৬
না	২২৭০	৭৪.৪
মোট	৩০৫০	১০০.০

গবেষণায় স্পস্টতই দেখা যায়, তিন চতুর্থাংশ ধূমপায়ী অর্থাৎ অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ধূমপায়ী বলেছে এই ধরনের লিখিত সতর্কবাণী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না। এর কারণ হিসাবে তারা বলেছে:

- বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ পড়তে পারে না, যার ফলে লিখিত সতর্কবাণীর প্রভাব অনেক কম।।
- সতর্কবাণীগুলো কোন স্বচ্ছ তথ্য দেয় না।
- সতর্কবাণীর রোগগুলো তারা কখনো বাস্তবিকভাবে দেখেনি। তাই এই বাণী তাদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না।
- বর্তমান সতর্কবাণীগুলো সহজে বোধগম্য হয় না।

উদাহরন স্বরূপ, বর্তমানে প্রচলিত ছয়টি সতর্কবাণীর মধ্যে ধূমপায়ীরা কোনগুলো দেখেছে জানতে চাওয়া হলে পাওয়া যায়ঃ

সতর্কবাণীর বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর	১৮৭৯	৬১.৬
ধূমপান মৃত্যু ঘটায়	৮৭৩	২৮.৬
ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ	৮০৮	২৬.৫
ধূমপান হৃদরোগের কারণ	৭৪৩	২৪.৪
ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়	৭৪১	২৪.৩
ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়	৫৮৯	১৯.৩
কোন সতর্কবার্তা দেখেনি	১৮৭	৬.১
উত্তর দেয়নি	২১	০.৭

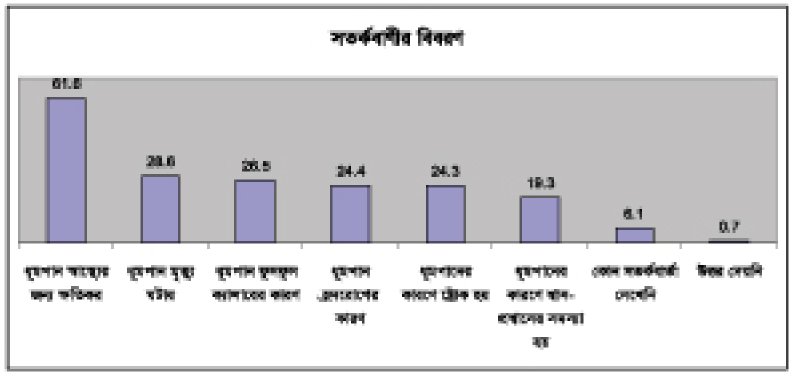

অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি যে সতর্কবাণীটা ধূমপায়ীরা দেখেছে সেটি হল **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির"** যা ৬১.৬% ধূমপায়ী দেখেছেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, এ সতর্কবাণীটি কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যমান। অর্থাৎ ২০০৫ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন হবারও অনেক আগে থেকেই এ সতর্কবাণী দেয়া হচ্ছে। যে কারণে এ সতর্কবাণীটি দেখার হার বেশি বলে অনুমিত।

কিন্তু যখন জানতে চাওয়া হয় ধূমপানে কি কি ক্ষতি হয় তা বোঝা যায় কি না তার উত্তরে ৬৪.৪% ধূমপায়ী বলেছেন তারা বোঝেন না, আর মাত্র ৩৫.৬% অংশ ধূমপায়ী বলেছেন তারা কিছুটা বোঝে। কিছুটা বোঝার মানেও কিন্তু অপরিস্কার অর্থাৎ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তাদেরও স্বচ্ছ ধারণা খুব কম।

"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" এর মাধ্যমে কি ক্ষতি হয় তা বোঝা যায় কি?	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১০৮৬	৩৫.৬
না	১৯৬৪	৬৪.৪
মোট	৩০৫০	১০০.০

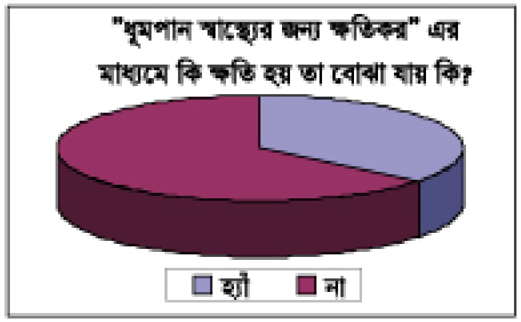

এই প্রেক্ষিতে যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যদি এই সতর্কবাণী ছবির মাধ্যমে দেওয়া হয় তাহলে তা প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে কিনা, তখন ৯৫.৫% ভাগ ধূমপায়ী বলেছে তা প্রভাব রাখতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হবে এবং মাত্র ৪.৫% ভাগ ধূমপায়ী বলেছে তা সক্ষম হবে না।

ছবিসহ সতর্কবাণী প্রভাব ফেলবে কি	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	২৯১৪	৯৫.৫
না	১৩৬	৪.৫
মোট	৩০৫০	১০০.০

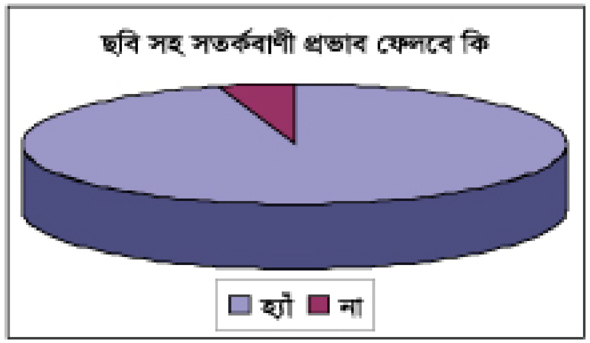

যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় এই সতর্কবাণী মোড়কের কত অংশ জুড়ে এবং কিভাবে দিলে বেশী প্রভাব রাখবে তখন ৬৪.৮% ভাগ ধূমপায়ী দাবী করেছে মোড়কের ৫০% অংশে ছবি ও লেখার সমন্বয়ে সতর্কবাণী এবং ২৯.৫% ভাগ ধূমপায়ী দাবী করেছে ৩০% অংশে ছবি ও লেখার সমন্বয়ে সতর্কবাণী দেওয়ার জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে ছবিসহ সতর্কবাণী সকলেরই দাবি এবং অধিকাংশ ধূমপায়ী চাচ্ছে তা মোড়কের ৫০% অংশে জুড়ে থাকুক। কারণ তারা মনে করে, বাংলাদেশের শিক্ষার হার অনুযায়ী ছবিসহ সতর্কবাণী দেয়া দরকার, যা ধূমপায়ীদের ধূমপানের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সতর্কবাণী কিভাবে দেওয়া প্রয়োজন	সংখ্যা	শতকরা (%)
৩০% অংশে লেখার মাধ্যমে	১৬৬	৫.৪
৩০% অংশে লেখা ও ছবির মাধ্যমে	৯০০	২৯.৫
৫০% অংশে লেখা ও ছবির মাধ্যমে	১৯৭৬	৬৪.৮
উত্তর দেয়নি	৮	০.৩
মোট	৩০৫০	১০০.০

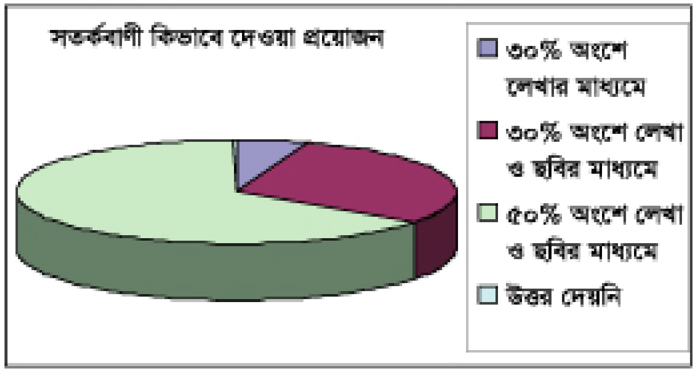

কি ধরনের ছবি সতর্কবাণীতে থাকা প্রয়োজন

কি ধরনের ছবি থাকা প্রয়োজন জানতে চাওয়া হলে জরিপকারীরা বলেন,

ধূমপানের ফলে মানুষের যে সব মারাত্মক রোগ হয় তার প্রত্যক্ষ ছবি থাকা প্রয়োজন। মানুষ তার নিজের ক্ষতির বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন। এ কারনে ধূমপায়ীদের এই ধরনের ছবি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করবে। তবে এই ধরনের ছবিতে শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছবি না দিয়ে শরীরের বাইরের রূপ তুলে ধরতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষ শরীরের ভিতরের অংশের সাথে পরিচিত নয়।

ধূমপানের কারণে গলায় ক্যান্সার হয়

অপ্রকাশিত সমস্যা/রোগের ছবি ও তথ্য দিতে হবে। যেমন "ধূমপানের ফলে যৌন ক্ষমতা কমে যায়" এই তথ্য দিতে হবে। এই ধরনের তথ্য তরুণ ধূমপায়ীদের মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলবে। এবং এর ফলে তাদের ভ্রান্ত ধারণাও দূর হবে।

ধূমপানের ফলে যৌন ক্ষমতা কমে যায়

ধূমপানের ফলে শিশুদের বেশি ক্ষতি হয়। এ ধরনের ছবি ও তথ্য সকল অভিভাবককে প্রভাবিত করবে। প্রতিটি মানুষই তাদের শিশুসন্তানদের বিষয়ে সচেতন। এবং পরিবারের কেউই এমন কোন কাজ করতে চায় না, যেটা তার শিশুসন্তানের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। সুতরাং বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া শিশুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং পরোক্ষ ধূমপানের ফলে শিশুদের যেসব রোগ হয় তা উল্লেখ করলে শিশুদের সামনে ধূমপানের প্রবণতা কমে আসবে।

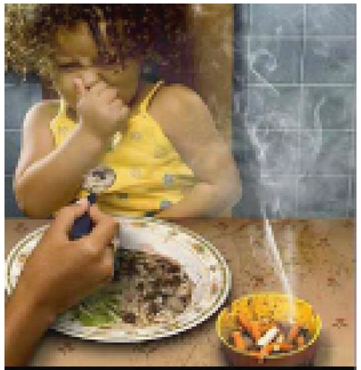
ধূমপানের ফলে শিশুদের বেশি ক্ষতি হয়

ধূমপানের ফলে অকাল গর্ভপাতের আশংকা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অপরিণত শিশুর জন্ম ও মৃত শিশুর জন্ম হয়, এ ধরনের তথ্যসহ ছবি দিলে সকল সম্ভাব্য পিতা-মাতা ধূমপানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবেন।
আমাদের সমাজ বর্তমানে গর্ভধারিণী মায়েদের বিষয়ে খুব সচেতন। বিশেষ করে তাদের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারই কোন ছাড় দিতে চায় না। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান গর্ভজাত সন্তান ও গর্ভধারিণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর-সেটা তুলে ধরলে তাদের সামনে ধূমপান বন্ধ হবে বলে ধরে নেয়া যায়।

ধূমপানের ফলে গর্ভপাতের আশংকা বৃদ্ধি পায়
এবং অপরিণত শিশুর জন্ম ও মৃত্যু হয়

পরিবারে শিশুসন্তান সবসময়ই বাবা বা পরিবারের বড়দের অনুকরণ করে বা করার চেষ্টা করে। এটা শিশুদের একটি স্বভাব। যে পরিবারে বড়রা ধূমপান করে সে পরিবারে শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের ফলে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি বড়দের অনুকরণে ছোটদেরও ধূমপান করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, বাবা বা পরিবারের বড় কেউ যদি ধূমপান করে শেষ অংশটুকু ফেলে দেন তবে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে অবুঝ শিশুসন্তানটি টানার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ বড়দের অনুকরণে শিশুরা ধূমপান শুরু করে। এ ধরনের ছবি ও তথ্য দেখলে সকল অভিভাবক সচেতন হবেন। কারণ কোন অভিভাবকই চান না তার সন্তান ধূমপায়ী হোক।

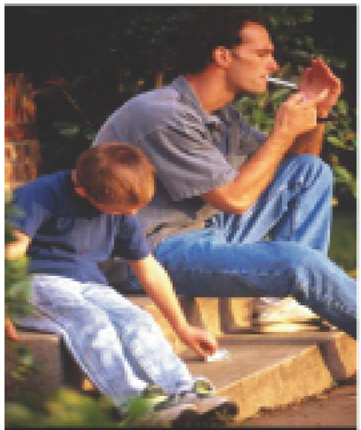
বড়দের অনুকরণে
ছোটরা ধূমপান শুরু করে

ধূমপানজনিত রোগ ও মৃত্যু ধূমপায়ীর পরিবারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ধরনের ছবি ও তথ্য দিলে ধূমপায়ীরা তাদের প্রিয়জনের কথা চিন্তা করে সচেতন হবেন। কারণ যে কোন ধূমপায়ীই ধূমপানের চাইতে ও তার স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারকে বেশি ভালবাসে।

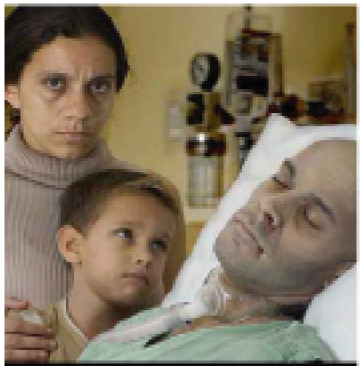
ধূমপানজনিত রোগ ও মৃত্যু ধূমপায়ীর পরিবারে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে

একই ছবি সবসময় না দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে সবগুলো ছবিই দিতে হবে। যার ফলে সকল দিক থেকেই ধূমপায়ীরা সচেতন হবে।

অধিকাংশ ধূমপায়ী খুচরা সিগারেট ও বিড়ি কেনেন। সুতরাং এই সব সতর্কবাণী সকল সিগারেট ও বিড়ির বিক্রয়কেন্দ্রে বড় করে দিতে হবে, যাতে সকলেই তা সহজে দেখতে পায়।

জরিপে দেখা যায় তামাকের মধ্যে কি কি ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে তা মোড়কে পরিমানসহ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন ৯৫.৭% ধূমপায়ী এবং প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন ৪.১% ধূমপায়ী। অর্থাৎ সকল ধূমপায়ী চায় অন্যান্য পণ্যের মত সিগারেট ও বিড়ির মোড়কে এর উপাদানগুলোর তথ্য পরিমানসহ দেওয়া থাকুক।

সিগারেট/বিড়ির মোড়কে তামাকে থাকা উপাদান পরিমানসহ থাকা দরকার	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	২৯২০	৯৫.৭
না	১২৪	৪.১
উত্তর দেয়নি	৬	০.২
মোট	৩০৫০	১০০.০

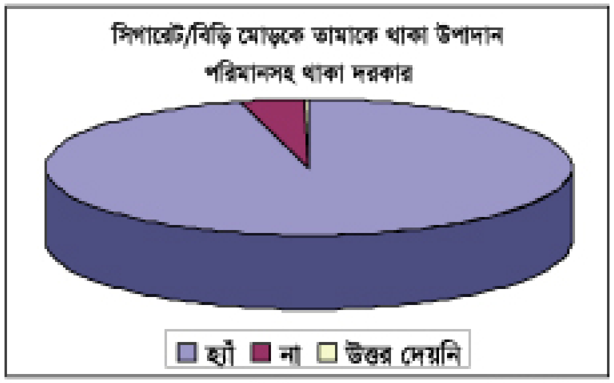

ধূমপানের ফলে যে সকল রোগ ও ক্ষতি হয় তার সবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা আলাদা একটা কাগজে প্যাকেটে মধ্যে থাকা প্রয়োজন বলে দাবি করেন ৯৬.৭% ধূমপায়ী। এটা তাদের ভোক্তা অধিকার। অর্থ ব্যয় করে তারা কি ক্রয় করে খাচ্ছে তা জানার অধিকার তাদের রয়েছে। এই তথ্য না জানার ফলে তারা ধূমপান করছে। এই তথ্য জানলে তারা অনেকেই ধূমপান ছেড়ে দিবেন।

ধূমপানের ফলে যেসব মারাত্মক রোগ হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা প্যাকেটে মধ্যে থাকা দরকার	সংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	২৯৪৮	৯৬.৭
না	০	০
উত্তর দেয়নি	১০২	৩.৩
মোট	৩০৫০	১০০.০

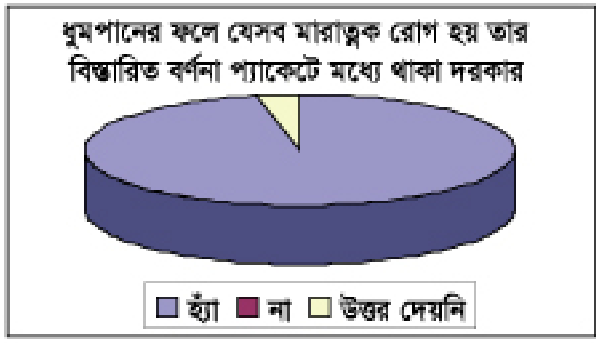

গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ

১. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী মোড়কের ৫০% জায়গা জুড়ে প্রদান করতে হবে।

২. সতর্কবাণী অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য হয় এমনভাবে প্রদান করতে হবে।

৩. সতর্কবাণী ও ছবি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

৪. প্যাকেটের গায়ে ছবি অবশ্যই স্পষ্ট ও রঙিন হতে হবে।

৫. মোড়কের ভিতরে আলাদা একটা কাগজে ধূমপানের কারণে সৃষ্ট সকল রোগ ও ক্ষতির বিস্তারিত প্রদান করতে হবে।

৬. একই ছবি সবসময় না দিয়ে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে সবগুলো ছবি প্রদান করতে হবে।

৭. সকল সিগারেট ও বিড়ির বিক্রয়কেন্দ্রে ছবিসহ সতর্কবাণী বড় করে প্রদাণ করতে হবে।

আমরা আশা করি বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন উন্নয়নের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যা দেশের মানুষকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র:

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, www.who.int, www.whoban.org
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এলায়েন্স www.fctc.org
- ওয়ার্ল্ড লাং ফাউন্ডেশন www.wlf.org
- টোব্যাকো ফ্রি কিডস www.tobaccofreekids.org
- কানাডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটি www.graphicwarnings.org
- সাউথ ইষ্ট এশিয়ার টোবাকো কন্ট্রোল এসোসিয়েশন www.seatca.org
- Guidelines for Implementation of Article 11 (http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11/en/index.html)
- www.tobaccolabels.org
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট,
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: জনগনের প্রত্যাশা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল কি, কেন এবং করণীয়, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

People's perceptions about pictorial health warnings on tobacco products

Report : Islam Arafat
Anupom Roy

Research Adviser : Saifuddin Ahmed
Debra Efroymson

Editor : Syed Mahbubul Alam
Aminul Islam sujon

First Editon : July 2009

WBB Trust Work for a Better Bangladesh
House # 49, Road #- 4/A, Dhanmondi, Dhaka- 1209, Bangladesh
Phone : 9669781, 8629273, 8620458 Fax : 880-8629271
info@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

Preface:

World Health Organization suggests that bidi-cigarettes carry more than 4000 dangerous chemicals, of which 43 chemicals are directly identified as carcinogenesis for human body. The data shows that smoking is responsible for one death in every 8 seconds and 5.4 million deaths every year worldwide. If we cannot stop it or slow it down now, the number of deaths will reach 10 million by 2030 and most of those deaths will occur in developing countries.

The WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) is a widely recognized treaty for reducing the number of tobacco related deaths worldwide. The government of Bangladesh was the first country to sign and ratify the treaty. The Article-11 of FCTC describes about the importance of pictorial warnings on tobacco products.

Worldwide, many countries like Canada, Australia, Belgium, New Zealand and United States have made it mandatory to use pictorial warnings on tobacco products to disseminate the message about dangerous effects of tobacco and thus to reduce the number of tobacco related deaths. By realizing the importance of pictorial warnings, the WHO made "Pictorial Warnings on Tobacco Packs" as the theme for the World No Tobacco Day 2009.

The WHO study also found that nearly 4 lakh people smoke in Bangladesh and tobacco use is causing 57 thousand deaths every year among the people over 30 years. In addition to this, the expense of the government for treatment of tobacco related health problems is outweigh by double from the revenue

received from tobacco companies. In the socio-economic context of Bangladesh, using pictorial warnings on tobacco packs will be a very important step to make people aware about the dangerous effects of tobacco. High rate of illiteracy in the country makes it justified and sensible to use pictorial warnings than text-only warnings on tobacco packs. The WBB Trust research findings strongly support this assumption.

The tobacco control law 2005 makes it obligatory to use text warnings on tobacco packets which have very least effects among the smokers. It is very necessary now to amend the respective regulations of the law by including a clause about using pictorial warnings on all kinds of tobacco pack.

The "Peoples' Perceptions about Pictorial Health Warnings on Tobacco Products" was conducted to understand peoples' perceptions about the issue. I want to express my sincere gratitude and thanks to all partner organizations of Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA).

Finally, I hope that this research will make our claim of using pictorial warnings on tobacco packs, stronger for the amendment of existing tobacco control law.

Saifuddin Ahmed
Executive Director

Contants

page

Background 06

FCTC Article 11 Guidelines 07

Graphical warnings have no negative effects 08

Countries that have pictorial warnings 09

International experience on pictorial warning 10

Pictorial warnings around the world 15

Why pictorial warnings are needed for Bangladesh 16

Research Report 17

Methods 18

Findings 20

Health warnings on the packets of bidi and cigarettes 21

The type of pictorial warning should be used 27

Recommendations on the basis of the research findings 33

Research team

Lead researcher:	Islam Arafat
Research Coordinator:	Firoja Begum Jhumur servay
FGD Facilitators:	Mursida Akter Laboni
	Naznin Kabir
Research time period:	April-May 2009
Supported by:	Dr. Md. Mofizur Rahman (Asst. Prof., Bio-Statistic, NIPSOM)
	Rafiqul Islam Milon (President, Manobik)
	Syada Anonna Rahman

Organizations that help for the survey:

Nari Unnoyan Foruam - Faridpur, Sharp Somaj Kollan Songstha - Rajbari, Manab Unnayan Shanstha - Munshijong, Save the Rural Deveplopment Association- Narshindi, Trinomul Unnayan Shanstha - Maymansing, Adorsho Somaj Projucti Seba Shanstha- Jamalpur, Bangladesh Integrated Community Development (BICD)- Rajshashi, Bosti Unnayan O Karmoshanthan- Rahshahi, Palli Shahitto Shanstha- Panchagor, Community Development Center- Dinajpur, DMSS- Jaipurhat, BDSS- Nator, ORD- Mrherpur, Padma Somaj Kollan Shanstha- Jinaidaho, SAF- Kustia, SCOP- Barishal, RANI- Naoga, RUPSA- Khulna, Socio Economic Resource Centre- Potuakhali, Syleth Jubo Academy- Sylhet, Polli Unnayan O Durjog Babosthapona Shanstha- Sunamgonj, Bangladesh Center for Development Program (BCDP)- Chapainobabgonj, SEBA- Hobiganj, Assistance For Human Resource Development With Tecnology- Comilla, Tribadi Mohila Samaj Unnayan Shanstha- Lakkhipur, REMOLD- Noakhali, ACLAB- Cox'x-Bazar,Shabhumi- Dhaka, "Prottasha" Anti Drug Club- Dhaka, Manobik- Dhaka

Research time period: April-May 2009

Background

Generally, many people know that smoking is harmful to health. Interestingly, a big portion of smokers and non-smokers have very little or no idea about those harms. Being uninformed about the dangerousness of smoking, a lot of people are taking up smoking everyday, alarmingly most of those new smokers are young boys and girls. Young people start smoking for various reasons ranging from curiosity to try a new thing, being influenced by smoker friends or even to show off the adulthood to others. With no effective health warning program in the society about the harmful effects of smoking, these smokers are not getting enough information about what they are being addicted to, thus resulting a big part of the population vulnerable to various life threatening diseases.

An estimate from World Health Organization suggests that smoking is causing fifty seven thousand deaths and making nearly four hundred thousand people disabled every year in Bangladesh. Looking at the harmful effects of smoking to smokers themselves and effects of secondhand smoking, it should be considered as human rights to get informed about the dangerousness of smoking. Placing pictorial warnings on the cigarettes package is the best way to let people know about the real dangerousness of tobacco. Thus, widely recognized international treaty WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) states:

> Warning message should cover at least 50% of the principal display areas of the packet (i.e. the front and back), but at a minimum must cover at least 30% of the principal display areas. It is also requires that the

message be rotated and encourages the use of pictures and pictograms as well as the use of non-health messages (e.g. "Quit smoking- Save money").

(Article 11 of the FCTC)

Bangladesh governments realized the importance of tobacco control. Bangladesh signed the FCTC in 2003 and ratified it in 2004. The National Assembly has also passed the tobacco control law in 2005.

ARTICLE 11 GUIDELINES[1]

- Labels should appear on both front and back of the package
- Labels should be at the top of the package
- Labels should be as large as possible (at least 50% of the package)
- Labels should include full color pictures
- Labels should rotate multiple messages
- Labels should include a range of warnings and messages
- Labels should include information on harms of tobacco smoke
- Labels should provide advice about cessation
- Labels should list constituents without numbers

[1] International Tobacco Control Policy Evaluation Project, 2009

Graphical warnings have no negative effects

People have a general knowledge about the harms of smoking; however, pictorial warning labels describe the impacts of smoking in a vivid manner. Communications research suggests that vivid information is more easily noticed and better remembered. Decades of research studies suggest that fear appeals are effective in motivating behavior change (i.e. quitting) especially if paired with information about how to avoid the fearful consequences (e.g. quit tips, where to find help about quitting). ITC research has found that negative emotional reactions to Australian pictorial warnings leads to avoidant behaviors (e.g. covering up the pack, keeping it out of sight, using a cigarette case, or avoiding particular labels) that can motivate quitting.20 These findings are supported by surveys and focus groups conducted with smokers around the world.21 There is no evidence of adverse effects from graphic cigarette health warnings.

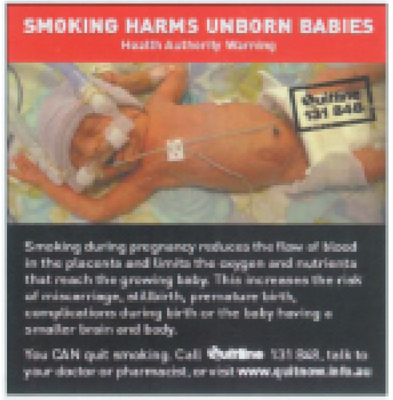

AUSTRALIA (BACK)

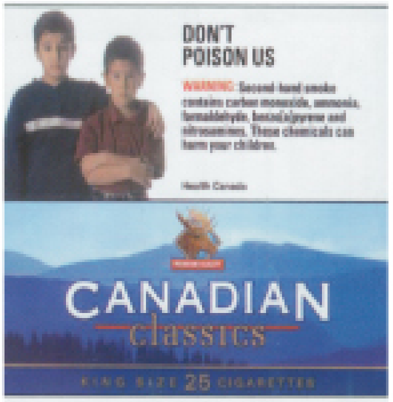

CANADA (FRONT)

Countries that have pictorial warnings

Country	From year
Canada	2001
Brazil	2002
Singapore	2004
Thailand	2005
Venezuela	2005
Jordan	2005
Australia	2006
Uruguay	2006
Panama	2006
Belgium	2006
Chili	2006
New Zealand	2008
Romania	2008
United Kingdom	2008
Egypt	2008
Brunei	2008
Cook Island	2008
India	2008
Iran	2009
Malaysia	2009
Peru	2009
Kyrgyzstan	2009
Djibouti	2009

International experience on pictorial warning

Important positive evidences are found about pictorial warnings in the research of International Tobacco Control (ITC). Some of those findings are described below:

Large and comprehensive health warnings are more effective

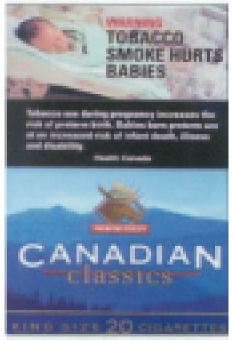

CANADA

NEW ZEALAND (BACK)

In analyses of the first wave of the ITC Four Country Survey, conducted in 2002, the ITC Four Country Survey found that larger (50%), more comprehensive set of 6 warnings in Canada were more likely to be noticed and rated as effective by smokers, compared to labels in Australia, the UK, and the US: 60% of Canadian smokers noticed the warnings "often" or "very often" compared to 52% of Australians, 44% of UK smokers, and 30% of US smokers. Canadian smokers reported higher levels for every measure of label effectiveness. After UK health warnings were enhanced in 2003 to meet the minimum FCTC standard, the ITC Four Country Survey found that measures of warning label salience and self reported impact significantly increased among UK smokers, whereas no increases were observed among smokers in Canada, Australia, or the United States. The proportion of UK smokers who noticed health warnings on packages "often" or "very often" increased from 44% to 82% – the highest among the countries. UK smokers

UK smokers were more likely to report that the health warnings had deterred them from having a cigarette compared to US and Australian smokers.

Pictorial warnings are more effective than text-only warnings

A vast body of health communication research has clearly shown that the use of pictures and vivid imagery results in messages are more easily noticed and remembered. An understanding of both the health risks and severity of smoking are important factors in motivating smokers to cessation. Consumer research, experimental studies, and population based surveys consistently demonstrate the importance of using pictures in package health warnings. ITC Four Country Survey demonstrated that larger pictorial warnings, such as those implemented in Canada and other countries, are likely the most effective means of communicating the full range and severity of health risks to smokers. After Canada introduced large pictorial warnings labels in 2001, 91% of smokers in Canada said they had read the warnings and 84% of smokers viewed health warning labels as a source of health information, compared with 47% of US smokers,

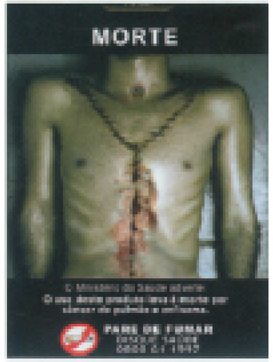

BRAZIL 2009

NEW ZEALAND (BACK)

where only text-only labels are required. Pictorial warning labels increased awareness of the association between smoking and specific health hazards (e.g. lung cancer, heart disease, stroke, and impotence).

Pictorial warnings increase motivation to quit

Evidence from ITC surveys suggests that health warnings can promote smoking cessation and that larger pictorial warnings are most effective in doing so. Large pictorial warnings increase knowledge of the harms of smoking, thoughts about the health risks, and behaviors (avoiding the warnings, forgoing a cigarette) that can then motivate intentions to quit and then quit attempts. ITC research shows that Canadian and Australian graphic warnings stimulated more cognitive responses, such as thinking about the health risks of smoking, than the UK text-based warnings. Additional evidence that health warnings can promote smoking cessation comes from non-ITC studies conducted in Brazil, the UK, the Netherlands, and Australia showing significant increases in call volumes to national telephone quit lines after contact information was included in package warnings.

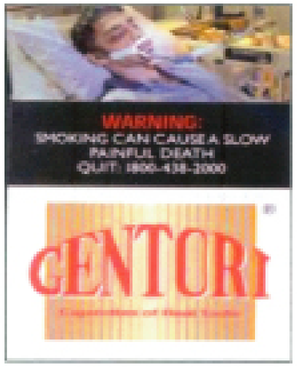

SINGAPORE 2004

KRYGYZSTAN

Pictorial warnings sustain their effects longer than text warnings

A common phenomenon in health communication is message "wear-out". As applied to health warnings, with repeated exposure over time, warnings may lose their effect. Enhanced text-only UK warnings introduced in 2003 were considerably more likely to be noticed than the Australian warnings, which were only slightly smaller, but had been in place for more than 8 years at the time of the survey. While declines in salience and impact were observed during the 2.5 years following the introduction of the new UK warnings, warning label wear-out was more prominent in the US, where labels are small and printed only on the side of the pack. Measures of salience and impact remained high in Canada even 4 years after implementation of large, pictorial warning labels. This suggests that larger, more vivid warnings are more likely to retain their salience over time than less prominent text-based warnings because they have less of a wear-out effect.

BRAZIL 2004

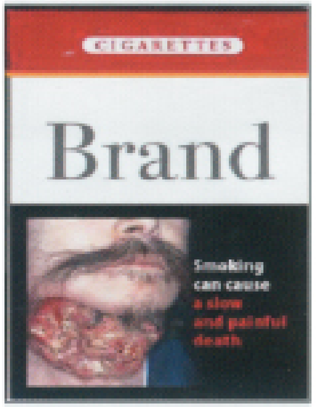

EUROPEAN COMMUNITY

Pictorial warning's effects in Thailand

The enhancement of warning labels in Thailand in 2006 from 30% text-only (FCTC minimum) to 50% pictorial (FCTC recommended; also consistent with the strong Article 11 Guidelines) was evaluated by comparing the change in Thailand before and after the enhancement to the change in Malaysia at about the same time, where the warning labels did not change. This is an example of a "quasi-experiment" (also known as a "natural experiment"), which in combination with other design features, provides a strong research design for evaluating policies.

The ITC Thailand Survey found that increasing the label size and adding graphic images to warning labels greatly increases their effectiveness. In 2006, the warnings were enhanced to 50% of the pack plus graphic images among the strongest warnings in the world. After implementation of these new warnings, the percentage of smokers stating that the labels made them think about the health risks "a lot" increased from 34% to 53%, and those stating that the labels made them "a lot" more likely to quit increased from 31% to 44%.22 The ITC Malaysia Survey conducted at the same times showed no such increases: their labels did not change during that time.

Pictorial warnings around the world:

EUROPEAN COMMUNITY

NEW ZEALAND (BACK)

THAILAND (FRONT)

BRAZIL 2009

VENEZUELA

EGYPT (FRONT)

BELGIUM (BACK)

CHILE 2006 (FRONT)

SINGAPORE 2004

PANAMA

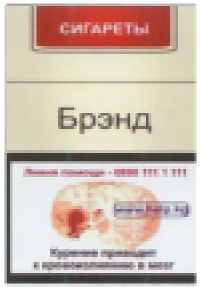

KRYGYZSTAN

CANADA

URUGUAY 2009 (FRONT)

INDIA

PERU (BACK)

AUSTRALIA (BACK)

Why pictorial warnings are needed for Bangladesh:

* A picture is more powerful than a lot of words.
* Existing text warnings have very little or no effects among less-literate and illiterate people. With a picture of the diseases caused by smoking will make the smokers more aware.
* Previous research suggested that a smoker notices the warnings on the packets 7000 times per year. So, placing pictorial warnings on the cigarette packets will be an effective strategy to make smokers aware.
* Pictorial warnings may discourage young people in taking up smoking and encourage cessations among current smokers.
* Pictorial warnings will make non-smokers and relatives of smokers aware about the dangerous effects of smoking, thus they will force their smoker relatives and friends to quit.

Considering these aspects, this study has been conducted by WBB Trust to understand peoples' perceptions about pictorial health warnings on tobacco packets. We wanted to know if pictorial warnings will have any influence. It was also an important objective to understand if pictorial warnings will discourage people to take up smoking and to encourage cessations among current smokers.

Research Report

Methods:

One survey and two focus group discussions (FGDs) were conducted for data collection. With the help of two note-takers, FGDs were conducted by one facilitator. Both FGDs were audio-taped and those recorded discussions were, transcribed later.. With a structured questionnaire, a survey was administered among 3050 male smokers from 30 districts. The age of our survey respondents were from 14 to 60. Half of the respondents were literate where rest of them had no schooling.

Source of information:

Countrywide, thirty two partner organizations from Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) helped in administering the survey. All questionnaires and instructions were sent to the partner organizations from WBB Trust. The list of those 30 districts is presented below:

Dhaka	Faridpur	Munsiganj	Mymensingh
Panchagar	Rangpur	Natore	Chapainowabganj
Jhinaidah	Barisal	Sunamganj	Habiganj
Noakhali	Rajbari	Narshingdi	Jamalpur
Jaypurhat	Noagan	Khulna	Meherpur
Patuakhali	Sylhet	Chittagong	Lokmshipur
Rajshahi	Kustia	Comilla	Dinajpur
		Josore	Cox's Bazar

The minimum age of the respondents is 14 where the maximum age is 60 years. Respondents' age groups are presented below:

Age limit	Number	Percentage (%)
<20	266	8.7
20-29	1227	40.2
30-39	939	30.8
40-49	492	16.1
≥50	126	4.1
Total	3050	100.0

Occupational status of responents:

Occupation	Number	Percentage (%)
Daily laborer	1250	41.0
Business	602	19.7
Service	470	15.4
Students	390	12.8
Transport workers	129	4.2
Unemployed	57	1.9
Others	152	5.0
Total	3050	100.0

Focus group discussions:

All respondents of the first FGD were from the lower-income population who cannot read and write at all. The other FGD was conducted among the university students. Respondents from both groups were current smokers.

In the beginning of the discussion, respondents discussed about their smoking initiation and their knowledge on harmful effects of tobacco products. Later this discussion turned into talking about current text warnings on tobacco packets, effectiveness of these warnings and their opinion about the changes in the current types of warnings.

Findings:

Respondents discussed the following aspects about their smoking habit:

Smoking initiation occurred in the childhood or at their young stage of life from the curiosity of trying a new thing, showing off to others or being influenced by friends. Various issues such as 'smoking makes people smart", "smoking as a symbol of adulthood" or "girls attracts to the smokers" are the commonly noted factors among the respondents. Respondents were also influenced from novels, television and cinema where the leading characters were smokers.

Respondents did not have any idea about the dangerous ingredients in tobacco. If they had the information about the harmful effects of tobacco, they said they would have not started smoking.

If our respondents were provided enough information about the harmful effects of smoking during the initiation of their smoking, most of them would have not taken up smoking in their early stage of lives.

Health warnings on the packets of bidi and cigarettes:

To make smokers aware of the harmful effects of smoking is the main reason of using health warnings on tobacco products. Current text warnings on the packets have very least impacts on the smokers. Study findings suggest that 92.2% respondents noticed those warnings and 6.1% did not even see anything.

Warnings on cigarette packets	Number	Percentage (%)
Noticed	2842	92.2
Did not notice	187	6.1
No answer	21	0.7
Total	3050	100.0

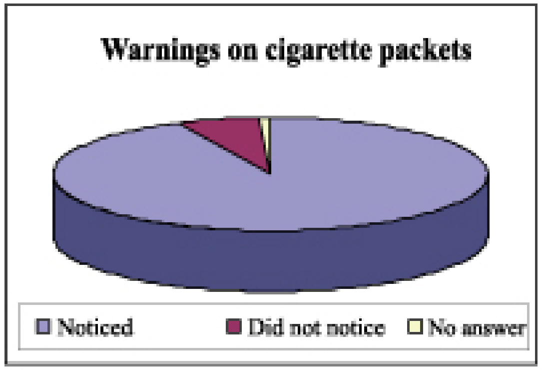

The data states that most of the respondents have noticed the warnings. Respondents were asked to provide their opinion about how influential effects these warnings have on them. Among all the responses, 74.4% smokers told that there was no influence whereas 25.6% think existing warnings have some influence.

Whether text warnings have influence	Numbers	Percentage (%)
Yes	780	25.6
No	2270	74.4
Total	3050	100.0

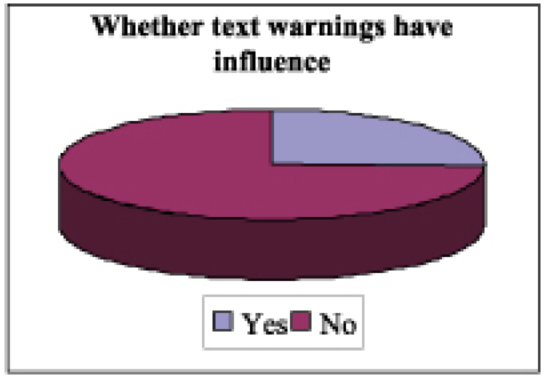

It was evident from the findings that most of the respondents (¾ responses) thought that text warnings had no impact. To explain the reasons they said:

Most of the people in Bangladesh cannot read for which text warnings have very little effectiveness.

These warnings do not carry enough and clear information.

Respondents did not see those diseases in real life for which these text warnings have very little effects.

Current text warnings cannot be comprehended easily.

Respondents were asked to tell which of the six current text warnings they have noticed on the cigarette packets:

Description of the warning	Number	Percentage (%)
Smoking is harmful to health	1879	61.6
Smoking causes death	873	28.6
Smoking is the cause of lung cancer	808	26.5
Smoking is the cause of heart disease.	743	24.4
Stroke occurs for smoking.	741	24.3
Smoking creates problems to breathing.	589	19.3
Did not see any warning	187	6.1
No response	21	0.7

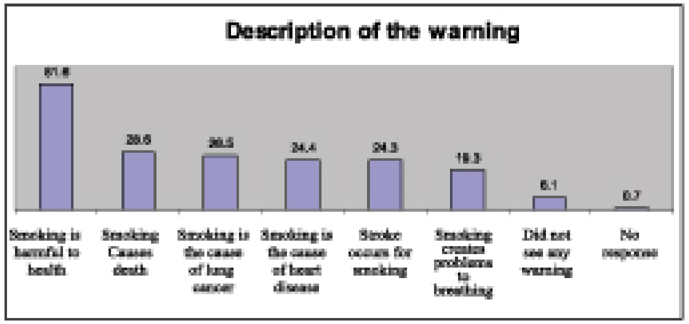

Most of the respondents (61.6%) have seen one warning which is "Smoking is harmful to health". It is worth mentioning that this warning is being used for many years, even before the Tobacco Control Law 2005 was enacted. It can be assumed as another reason for which most of the respondents have noticed that warning.

Respondents were asked if they can understand the "harms" of tobacco from that warning. 64.4% of the respondents did not understand anything from that warning and 35.6% claimed to understand a little bit with an unclear idea about it.

Do you understand the harms of smoking from the warning "Smoking is injurious to health"	Number	Percentage (%)
Yes	1086	35.6
No	1964	64.4
Total	3050	100.0

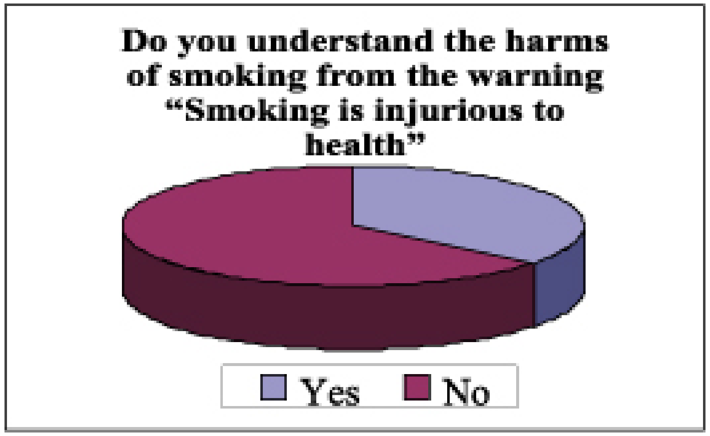

Respondents were asked whether the warnings should come with a picture to make it effective. Among all the responses to this query, 95.5% smokers agreed that pictorial warnings will have very strong influence, whereas 4.5% did not agree.

Would pictorial warning have any influence?	Number	Percentage(%)
Yes	2914	95.5
No	136	4.5
Total	3050	100.0

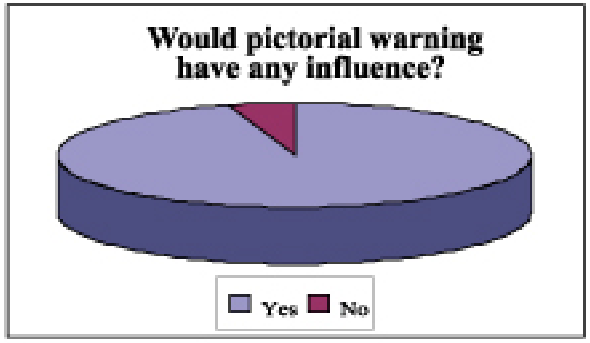

Respondents were asked about the scale of pictorial warnings on the packets. Most of the respondents (64.8%) said that text with pictorial warning should be used in the 50% of the packet area and 29.5% wanted to have it in 30% area. So it can be noticed that all respondents want pictorial warnings on the packets of bidis and cigarettes, and most of the respondents want this warnings in the 50% of the packet area. Respondents think that pictorial-text warning is needed for Bangladesh considering the literacy rate of the country. Pictorial warnings will play an effective role in creating awareness among smokers and non-smokers.

The way warnings should be used	Number	Percentage (%)
30% in text	166	5.4
30% in text and picture	900	29.5
50% in text and picture	1976	64.8
No response	8	0.3
Total	3050	100.0

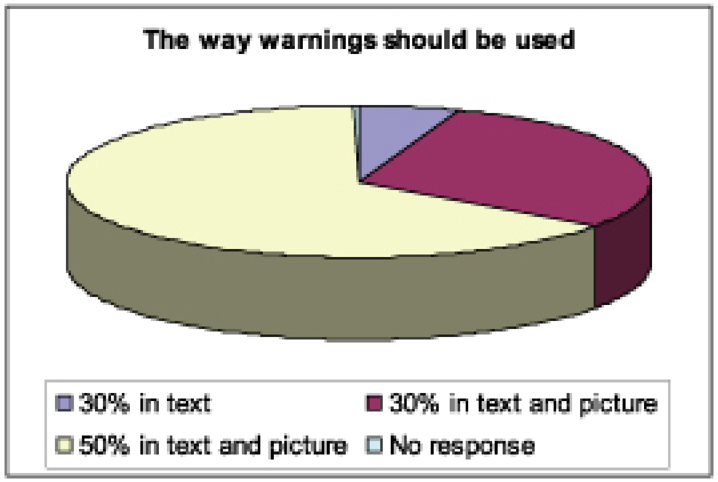

The type of pictorial warning should be used:

Respondents have told about the types of pictorial warnings

The diseases caused by smoking should be placed in the packet clearly. People want to be aware of their own harmfulness for which smokers will be influenced by those pictures. Puting outer pictures of the organs will be more effective than inner pictures as people are less aware about what their inner organs look like.

Information about sexual diseases should be given. For example, ‘smoking reduces sexual ability’ can be given. This information will have strong influence among young smokers. They might quit smoking.

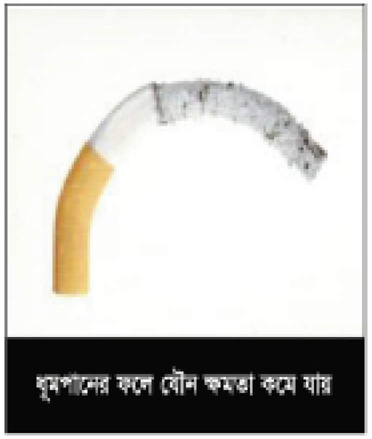

Smoking harms to children most. This kind of information as a picture will influence all guardians. Every person is aware of their child. No one in the family wants to do such a thing which will harm their child. So this kind of warning should be placed on the packets. As a result, guardians might not smoke in front of their children, thus their smoking will be reduced.

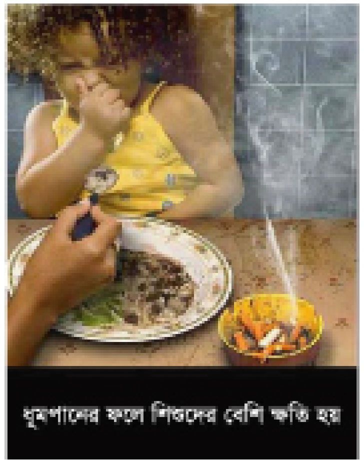

Smoking causes unexpected abortion. In addition to the premature child birth, dead child can be born because of smoking. If these information are given with picture, parents might stand against smoking. Our society is now very aware about the pregnant women and every family tries to take care of the pregnant women. So if we present it that direct or second-hand smoking both are harmful for pregnant women and their unborn child, people might not smoke in front of a pregnant women.

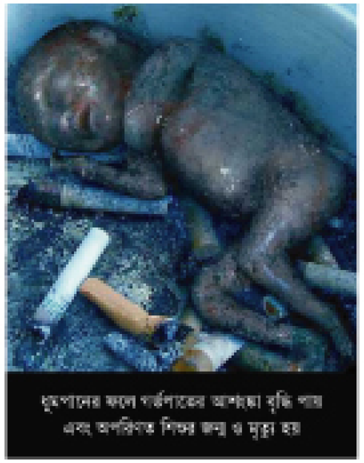

In many cases, children of the family follow their parents or senior family members. Smoking habit of senior family members is an important cause for which children are exposed to second hand smoking. In addition to that, children may also become curious about smoking and the tendency of trying a new thing can be a factor as they have seen their family members to smoke.. Respondents also told that children, in many cases collect the cigarette butts of their parents and act like he/she is a smoker with that butt. Guardians will be aware if they are provided information about this aspect. One of the respondents was saying, 'no parents want their children to be a smoker'.

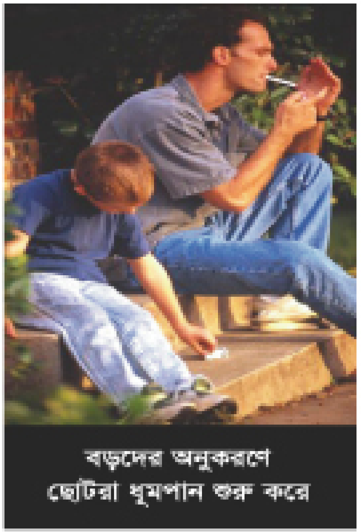

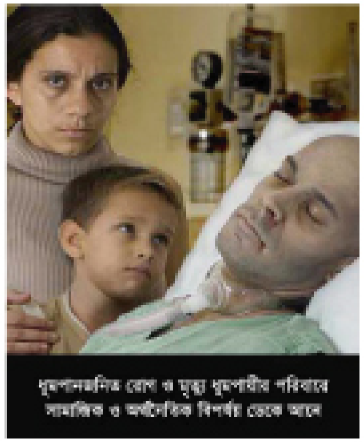

Smoking related diseases and deaths bring social and economic problems. These kinds of information on the packets might influence the smokers to quite as smokers also love their family members. Every smoker loves his wife and children than smoking.

All pictures should be used by rotation rather than using one picture repeatedly. Using all of these picture will make smokers aware of all of these aspects.

Most of the smokers buy cigarettes and bidis in single stick. So these pictorial warnings should be placed in the point of sales so that people can see them clearly.

According to this study, 95.7% of the respondents wanted to have information about the dangerous ingredients of tobacco in the cigarette packet whereas 4.1% did not think it necessary. Finally, most of the respondents want information about tobacco's dangerous effects on the outside of their cigarette or bidi packets.

Whether ingredients of tobacco should be written on the packets.	Number	Percentage (%)
Yes	2920	95.7
No	124	4.1
No response	6	0.2
Total	3050	100.0

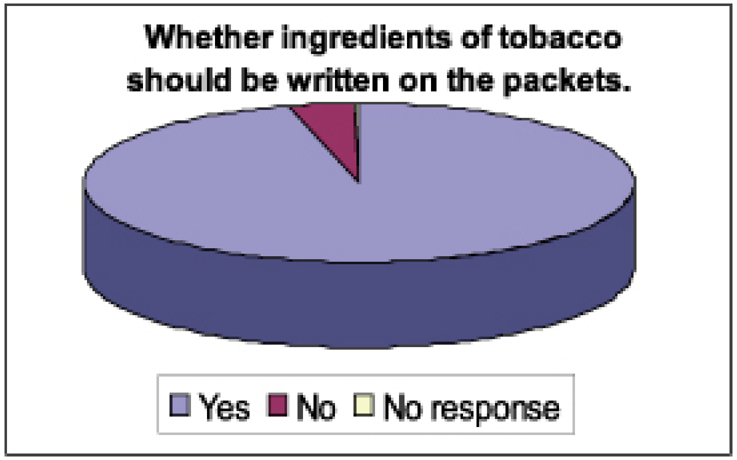

Among all responses, most of them (96.7%) wanted all information about diseases and harms caused by smoking in their cigarette packets as a separate insertion. They considered it as their consumer rights. They were arguing that they had full rights to know what they were paying for. Having no information about the dangerous effects might influence them to smoke more. If people know about it they might quit smoking.

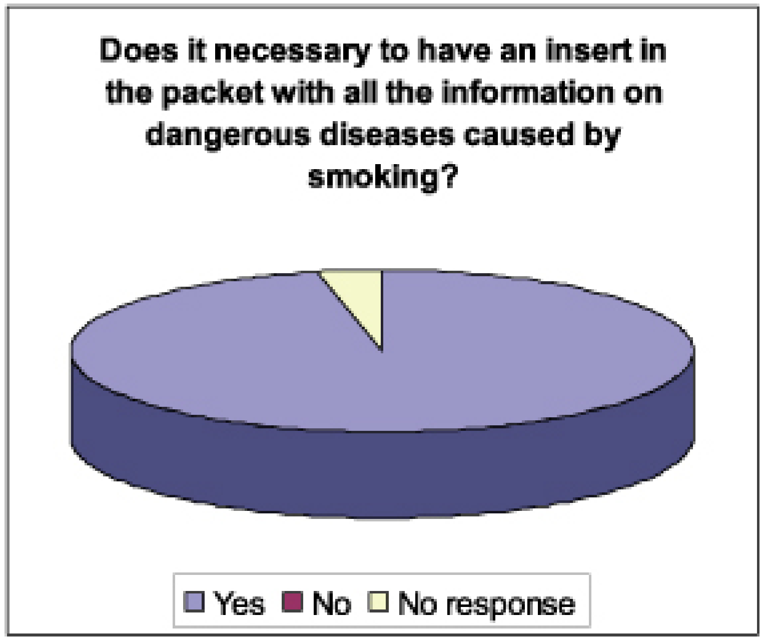

Recommendations on the basis of the research findings:

- All tobacco product packets should carry a pictorial warning covering 50% of the main pack surfaces.
- The pictorial warning should be specific, clear and easy to understand.
- The pictorial warning should consist of a message with related picture.
- The pictures should be in color and clear (easy to understand what they depict).
- There should be a list of harmful contents of tobacco on tobacco product packets.
- There should be an insertion in the cigarette packet which explains harmful effects and diseases caused by tobacco.
- All the pictures and messages should be rotated within a certain period of time.
- Pictorial warnings should be displayed on posters at the point of sale.

We expect that the government of Bangladesh will realize the importance of pictorial warnings and take necessary actions to secure the public health. It will also help mass people to understand the harm of tobacco on themselves and their families which will lead them to quit smoking.

Reference:

- World Health Organization , www.who.int, www.whoban.org
- Framework Convention on Tobacco Control www.fctc.org
- World Lung Foundation, www.wlf.org
- Tobacco Free Kids www.tobaccofreekids.org
- Canadian Cancer Society www.graphicwarnings.org
- South East Asian Tobacco Control Association, www.seatca.org
- Guidelines for Implementation of Article 11 (http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11/en/index.html)
- www.tobaccolabels.org
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট,
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: জনগনের প্রত্যাশা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল কি, কেন এবং করণীয়, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট